Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই আশ্বিন বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 3rd Oct. 1956 { ২১শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৮৩ থাঃ ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেঃ কুড়ান মাল দিঃ দাবি ৪০।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহেবনগর ৩-৯৬ শতকের কাত ৪৬/২॥ পাই আঃ ৩৯০৲ খঃ ২৫

১৬৫ থাঃ ডিঃ বিবি দেল আফরোজ খাতুন দেঃ খগেশ্বর মণ্ডল দাবি ১০৩৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ৫৯ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৫৫ খঃ ৪২৯

১৬৬ থাঃ ডিঃ ঐ দেঃ রূপলাল মণ্ডল দিঃ দাবি ১১৪।৶৬ মৌজাদি ঐ ৫৪ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৫০৲ খঃ ৪১৬

১৬৮ থাঃ ডিঃ ঐ দেঃ শ্রীচরণ মণ্ডল দাবি ১১৩।০ মৌজাদি ঐ ৪৯ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৪৫৲ খঃ ৪২০

১৬৯ থাঃ ডিঃ ঐ দেঃ পাঙ্কি মণ্ডলানী দাবি ৮৯॥৵০ মৌজাদি ঐ ২৯ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৩০৲ খঃ ৪০০

১৭২ থাঃ ডিঃ ঐ দেঃ হরগোবিন্দ মণ্ডল দিঃ দাবি ১৬০॥৶০ মৌজাদি ঐ ৬৬ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৬৫৲ খঃ ৪০৩

১৭৩ থাঃ ডিঃ ঐ দেঃ নাথু মণ্ডল দাবি ১৬৯/৬ মৌজাদি ঐ ৭২ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৭০৲ খঃ ৪৩২

১৫২ থাঃ ডিঃ নন্দি বাই দেঃ নমিতা দেবী দিঃ দাবি ৩১॥/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গদাইপুর ৩-১১ শতকের কাত ৪০ আঃ ৩০৲ খঃ ২৩ অধীনস্থ খঃ ২৪ রায়ত স্থিতিবান

১৫৫ থাঃ ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিঃ দেঃ নেওয়াজান বিবি দিঃ দাবি ২১॥৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাসুদেবপুর ১১ শতকের কাত ২৲ আঃ ২০৲ খঃ ৩১২

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

গান্ধীজীর আবির্ভাব দিবস

—•—

গতকল্য মঙ্গলবার ২রা অক্টোবর সারা দেশে গান্ধীজীর আবির্ভাব দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। অন্যান্য পর্ব্ব দিবসের মত পঞ্জিকায় তাঁহার জন্ম দিবস সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পরলোকগত মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব দিবসেও তাঁহাদের বিরহ অনুভূত হয়। গান্ধীজী দরিদ্র ভারতের মঙ্গলার্থে অনেক করিয়াছেন, অনেক বলিয়াছেন। তাঁহার অনেক উপদেশ অনেকের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারীদিগের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন যেন এই দরিদ্র দেশে কোন রাজপুরুষ ৫০০৲ পাঁচশত টাকার অধিক মাহিনা গ্রহণ না করেন। তাঁহার এই অনুরোধ প্রতিপালন করিতে দেখিয়াছি—সম্প্রতি পরলোকগত পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁহার ন্যায্য মাসিক বেতন ৫৫০০৲ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। তিনি মাত্র ৫০০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া বাকী সমস্ত সৎকর্ম্মে দানের ব্যবস্থা করিয়া পশ্চিম বাংলার গৌরব সহ গান্ধীজীর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ফাঁকা ভাষণ দিয়া, কৃত্রিম চোখের জল দিয়া অনেকে গান্ধীজীর নাম ভাঙ্গাইয়া মতলব হাসিল করেন। কিন্তু আন্তরিকতা বড় একটা দেখা যায় না। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রকৃতির প্রবল প্রকোপ

—•—

গত সপ্তাহ হইতে ঝড় বৃষ্টির জন্য রীতিমত ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। ডাক বন্ধ হইয়া যায়। সংবাদ পত্রাদি তজ্জন্য এতদঞ্চলে আসিতে পারে নাই। এক কথায় বলিতে গেলে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সহিত আমাদের সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যে ১ দিন বহরমপুর হইতে জনৈক ডাক বিভাগের ইন্সপেক্টর অন্য পথে ডাকের ভার লইয়া রঘুনাথগঞ্জ পোষ্টাফিসে ডাক পৌছাইয়া দেন। তারপর ডাক কোন দিন আসে কোন দিন আসে না। জেলার সহিত মহকুমার এবং মহকুমার সহিত থানার সম্বন্ধ বিঘ্নিত হয়। গুজবের সহস্র মুখ। শোনা যাইতেছে বর্দ্ধমানের কাটোয়া, কালনা মহকুমার, মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার পল্লীগ্রামের কথা দূরে থাক সহর সমূহের রাস্তা ঘাট সমস্ত প্লাবিত হইয়াছে। লোকের দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম এমন কি আহার মিলিতেছে না। কেহ কেহ বলে এরোপ্লেন সাহায্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। দেওয়ানী আদালতের ৺পূজার ছুটি হওয়া সত্ত্বেও বিদেশী হাকিম ও কর্ম্মচারীরা পূজার অবকাশের পরও দেশে যাইতে পারিতেছেন না। ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় মাল খরিদ করিতে যাইয়া ট্রেনের অভাবে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। একেই বলে "খোদার মার—দুনিয়া বা'র।"

আজ মুর্শিদাবাদ কান্দী মহকুমার মর্ম্মান্তিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রঘুনাথগঞ্জের অন্যতম ব্যবসায়ী শ্রীবামাপদ চন্দ্র তাঁহার জজান নিবাসী আত্মীয়ের পত্র পাইয়া আমাদের জানাইয়াছেন—তাঁহার আত্মীয় নেহাৎ দরিদ্র নন, তবু তিনি বন্যায় সর্ব্বহারা হইয়াছেন। বাসগৃহ ধ্বংস হওয়ার পর উচ্চ উন্মুক্ত স্যাঁতসেঁতে স্থানে আশ্রয় লইয়া প্রাণ-রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রকে তিনি তাঁহার (বিপন্ন স্বজনের) সাহায্য করিবার জন্য যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। দুর্গম স্থানে আসিলে সাহায্যকারীও বিপন্ন হইবেন। ভরতপুর থানায় বিধ্বস্ত হয় নাই এমন গ্রাম নাই বলিলেই হয়। আত্মীয়-স্বজনের এই মরণাপন্ন অবস্থা অনুমান করিয়া খাদ্যাদি লইয়া ছুটিয়া যাইবেন, তাহারও উপায় নাই। ট্রেন খাগড়া-ঘাট রোড পর্য্যন্ত কোনও রকমে চলিতেছে। সেই পর্য্যন্ত লোক যাইয়া যদি কোন নৌকা পান, এই আশায় বিপন্ন স্বজনের মায়ায় জঙ্গিপুর হইতে যাইতেছেন। প্রত্যেকেরই ভয় গিয়া দরদের জন-গণকে জীবন্ত দেখিতে পাইবেন কিনা।

বহরমপুরের স্বনামধন্য উকীল রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম. এল. সি কে সভাপতি করিয়া কতিপয় সহৃদয় ভদ্রসন্তান বন্যার্ত্ত সাহায্য কমিটি খুলিয়াছেন।

অনেকে বলিতেছেন—এ বন্যা প্রকৃতির খেলা নয়। মনুষ্যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দুরাশায় আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে এই বিপদকে ডাকিয়া আনিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বস্বহারা হইল, যাহার খেয়ালেই হউক।

শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগে

কিসের পরীক্ষা ?

B. T. না T. B. ?

মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর মহকুমায় ফতুল্লাপুর গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। সেই স্কুলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস বি. এ. সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে ছিলেন। বি. টি. পাশ করিলে এই শিক্ষা বিভাগে উন্নতি হইবে—এই আশায় বহরমপুর শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৯৫১ অব্দে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উত্তীর্ণ শিক্ষকগণের তালিকায় নাম না দেখিয়া হতাশা-দুশ্চিন্তা-লজ্জা-অপমান এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আত্মাকে দগ্ধ করিয়াছে তাহা ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না। মনের দুঃখ মনে মনে ভোগ করিয়া ভাবী বেতন বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছলতার আশায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাবু ১৯৫৬ অব্দে পুনরায় B. T. পাশ করিবার দুরাশায় কলিকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ভর্ত্তি হন। নিজের ১৯৫১ অব্দের মার্ক লিষ্ট পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন সেই বারই তাঁহার পাশ নম্বর থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে কোন্ অর্ব্বাচীন ফেল করিয়া দিয়াছে। তিনি বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক-খানি দরখাস্ত করিলেন—১৯৫৬ ৩০শে আগষ্ট লিখিত বিভাগীয় কর্ত্তার নিকট হইতে পার্শ্বে মুদ্রিত পত্রখানি পাইয়াছেন।

উৎকৃষ্ট বীজ আলু

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে ঠাণ্ডা গুদামে রাখা উৎকৃষ্ট ধরণের আলুবীজ সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পাওয়া যাইবে। রয়েল বিডনী, (রেঙ্গুন জাতীয়) রংবুল—৯ এবং দার্জ্জিলিং লাল গোল এই তিন রকমের আলু বীজ পাওয়া যাবে। দাম আপনার রেলষ্টেশন অবধি পৌছানোর যাবতীয় খরচ সহ প্রতি মণ ২৫৲ টাকা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্ত্তী কৃষি অফিসে অথবা আলু প্রাধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার, মহাকরণ, কলিকাতা এই ঠিকানায় খোঁজ নিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

No. Rts/2081 Senate House
University The 30 Aug.
Seal 1956

In replying, please quote the Number and Date of this letter.

From The Controller of Examinations
University of Calcutta.

To Sri Krishna Chandra Das,
David Hare Training College Hostel,
No. 6 Sunny Park, Calcutta—19.

With reference to his application dated the 27th July, 1956, Sri Krishna Chandra Das (Roll. Ber. No. 8—B. T. Examination, 1951) is informed that, by order of the Vice-Chancellor and Syndicate, he has been declared to have passed the B. T. Examination, 1951, and that he has been placed in the Second Class.

Sd. N. C. Roy
BB. 28. 8. Controller of Examinations.

পত্রখানি পাঠ করিলে বুঝিবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস দ্বিতীয় বিভাগে বি. টি. পাশ করিয়াছেন। তিনি ১৯৫১ হইতে উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষিত হইবেন। ভুল মানুষের হয় ১৯৫১ গেল, ১৯৫২ গেল, ১৯৫৩ গেল, ১৯৫৪ গেল, ১৯৫৫ গেল, তবুও এ ভুল ধরা পড়িল না। ১৯৫৬ অগাষ্ট মাসে তাঁহার আবেদনে পাঁচ বৎসরের মনঃকষ্ট ভোগ, ছাত্রগণের নিকট বি. টি. পরীক্ষায় ফেল হওয়ার দুর্নামের অপমানের ক্ষতি-পূরণ বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হীন অবস্থার শিক্ষকগণের পক্ষে রাজদ্বারে মামলা করিয়া প্রতিকার পাওয়া সুদূরপরাহত।

বিভাগীয় কোন মোটা বেতনের পদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাসকে প্রদান করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন এই মনঃ-কষ্ট নিবারণের উপযুক্ত সান্ত্বনা বলিয়া আমরা মনে করি। নতুবা B. T. বিপর্য্যয় ঘটাইয়া T. B. তে পরিণত হইল।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা জঙ্গীপুর পৌরসভার করদাতাগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর পৌরসভার আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের চূড়ান্ত ভোটারতালিকা অদ্য শুক্রবার ৫ই অক্টোবর ১৯৫৬ তারিখে পৌর-সভার আফিসে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। আফিস খোলা থাকাকালীন উহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়,
মিউনিসিপ্যাল আফিস চেয়ারম্যান,
৫।১০।৫৬ জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটী।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

গান্ধীজীর জন্মদিনে

শ্রীসু-মো-দে

গান্ধী নাম যে ভাঙায়ে করেছে
জীবনের মূলধন,
ভণ্ড সে করে জনজীবনের
রক্তের মোক্ষণ!
বৃটিশ যুগের ছঁদেও সেজেছে
স্বদেশ-প্রেমিক সং,
খদ্দর প'রে বর্ণচোরারা
ঢেকেছে আসল রং।
চোরা অনারারি বকধার্ম্মিক
বহুরূপী শয়তান,
স্বার্থ রাখিতে ভণ্ডরা গাহে
গান্ধীর জয়গান।
ভিক্টোরিয়ার ছবির ফ্রেমেতে
এঁটেছে গান্ধী-ছবি,
গাঁটকাটাদের রকম দেখিয়া
লজ্জায় ম্লান রবি।
উপরতলাতে ভোজনোৎসব
পোলাও কোর্ম্মা লুচি,
নীচুর তলাতে রোগ শোক তাপে
অনশনে কুচিকুচি।
ভাগিনা ভগিনী কন্যা জামাই
স্বজন পরস্পরে,
গণতান্ত্রিক দেশেতে তারাই
স্বাধীনতা ভোগ করে।
তারাই দিতেছে ভক্তিমাল্য
গাহে গান্ধীর জয়,
লুঠতরাজের ডাকাতি তক্ত
রক্ষিতে অক্ষয়।
কোথায় গান্ধীভক্তজনের
জীবনাদর্শ নীতি,
সে 'অষ্টাদশ গঠন কর্ম্ম'
দেশকল্যাণ প্রীতি?
'একাদশব্রতে' ব্রতী হয়ে তারা
জাতিরে কী সুখ দিল?
'দরিদ্রজনগণের স্বরাজ'—
গান্ধী চাহিয়াছিল!

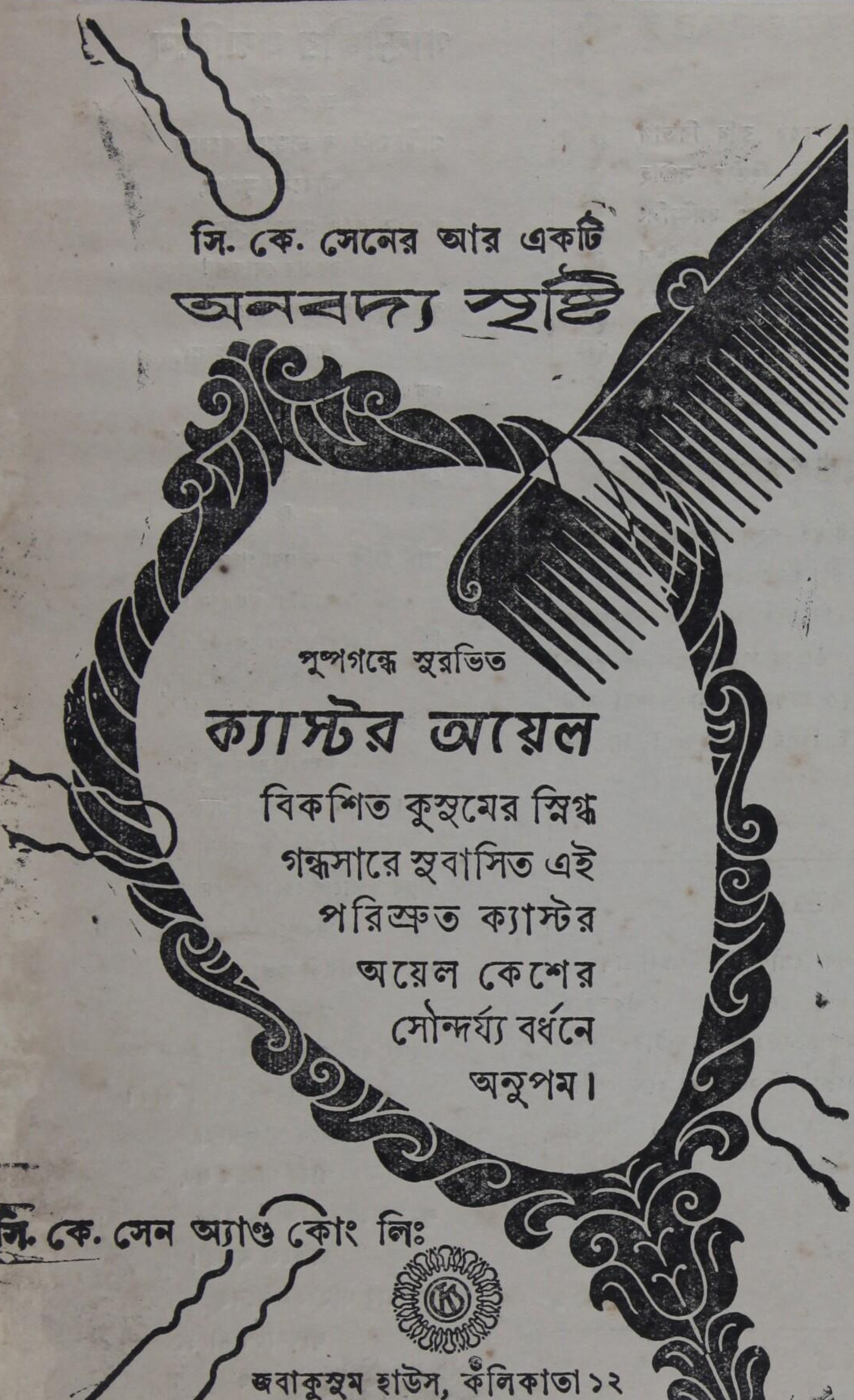

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত